২(

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...3...। JUL 1997
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৬......

প্রাথমিক শিক্ষা বনাম শিক্ষাব্যবস্থা

আমি একটি বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নাম আশরাফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষা থানা মোহাম্মদপুর, ঢাকা। প্রশাসনিক থানা লালবাগ, পোস্ট–আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা–১৩১০। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যালয়ের অবস্থা তুলে ধরলাম। বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫৫৯ জন, শিক্ষক পদ সংখ্যা ১৫টি, বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৯ জন, ৬টি পদ শূন্য। বিদ্যালয়টি ২ পর্বে চলে। প্রভাতী শাখায় বালিকা সংখ্যা ১৪০৮ জন, দিবা শাখায় বালক সংখ্যা ১১৫১ জন। প্রধান শিক্ষক সম্পূর্ণভাবেই কাজের অযোগ্য (বার্ধক্যজনিত কারণে)। দিবা শাখায় প্রধান শিক্ষকসহ কর্মরত আছেন ৫ জন শিক্ষক। প্রভাতী শাখায় কর্মরত আছেন ৪ জন। প্রতি শ্রেণীতে ৪টি করে শাখা আছে। ৮টি শ্রেণী কক্ষ। ১টি শাখা চালাতেই কমপক্ষে ১০/১২ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। সেখানে ৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কিভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি প্রভাতী শাখার ২ জন ও ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখে ১ জন মোট ৩ জনকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদলি করে নিয়ে গেছেন। যেখানে শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রয়োজন ১ শাখায় ১২/১৩ জন সেখানে কিভাবে শিক্ষক না দিয়ে একের পর এক শিক্ষিকা অন্যত্র বদলি করেন তা আদৌ বোধগম্য নয়। শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেছি, শিক্ষক পাইনি। বরং হারিয়েছি। ৪/৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পক্ষে ১৪০৮/১১৫১ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান মোটেও সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা বিভাগীয় সকল কর্মকর্তার নিকট আবেদন উক্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য বিদ্যালয়ে বদলি করে জানে বাঁচান। নয়তো প্রয়োজনীয় শিক্ষক/শিক্ষিকা উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়োগ অথবা বদলি করে এনে ২৫৫৯ জন শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু পাঠদানের ব্যবস্থা করুন।

সকল শিক্ষকের পক্ষে
মোঃ নূরুল হক
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
আশরাফাবাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।